দৈনিক
জনকণ্ঠ

৪২

তারিখ 21 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ঢাকা ভার্সিটিতে অবৈধভাবে সিট বা হল দখলকারী যেই হোক গ্রেফতার করুন ॥ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার বলেছেন, গত ২১ বছর ধরে যে সমাজে সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা দেখেছে সেই সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতির সেবা করাই বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

তিনি বলেন, "এই লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।"

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (রব) সভাপতি নূর আলম জিকুর নেতৃত্বে দলের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাত করলে তিনি এ কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য ও জাসদ (রব)-এর মহাসচিব আবদুম আবদুর রব প্রতিনিধি দলের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

এ সময় আসম আবদুর রব জাতির সেবায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতীয় ঐকমত্যের ধারণার ভূয়সী প্রশংসা করেন। খবর বাসসর।

তিনি বলেন, এই উপমহাদেশে সম্ভবত শেখ হাসিনাই হচ্ছেন প্রথম সরকারপ্রধান, যিনি একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হওয়া সত্ত্বেও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় ঐকমত্যের ফর্মুলার আওতায় অন্য দলের কর্মদক্ষতা ও

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

ঢাকা ভার্সিটিতে

(প্রথম পাতার পর)

বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের একত্রিত করেছেন। অন্যান্যের মধ্যে জাসদ (রব) সভাপতি নূর আলম জিকু ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুন নূর মাষ্টার বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে জানান যে, তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে পুলিশ বাহিনী পাঠানোর জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে কোন সিট কিংবা হল দখলকারী যে কাউকে, সে যে দলেরই হোক না কেন, আমি তাকে গ্রেফতার করতেও বলেছি।" প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, একজন সন্ত্রাসী কেবল একজন সন্ত্রাসী হিসাবেই চিহ্নিত হতে পারে।"

ইতিহাস বিকৃত করা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনার পর ইতিহাসের চাকা অন্যদিকে চালিত করা হয়। তিনি বলেন, এমনকি ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীরা দেশ ও দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জাতিকে তাদের মুক্তিযুদ্ধ ও অতীত সম্পর্কে জানতে সহায়তা করতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিসমূহকে অনুরোধ জানাচ্ছি।" তিনি আরও বলেন, ইতিহাস বিকৃত করা হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। শেখ হাসিনা প্রসঙ্গত বলেন, যাঁরা ইতিহাস বিকৃত করেছেন তাঁরা ইতোমধ্যেই তার প্রমাণ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতি ইতোমধ্যেই দেশের ২৫ বছরের ইতিহাস থেকে মূল্যবান ২১টি বছর হারিয়েছে এবং এখন সকল মিথ্যাচার ও লম্বা লম্বা বুলিকে কবর দেয়ার সময় এসেছে—যা দেশের উন্নততর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ছায়াপাত করেছে।